উত্তরবঙ্গ সংবাদের অফিসে এবছর মেধাবৃত্তি পাওয়া মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের কয়েকজন কৃতী। ছবি ঃ সৌরভ জোয়ারদার

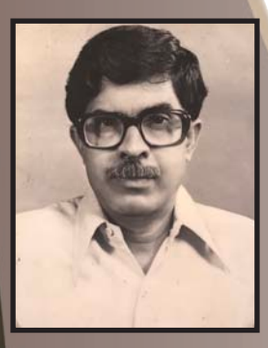

উত্তরবঙ্গ সংবাদ–এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সুহাসচন্দ্র তালুকদার কেবল সংবাদ পরিবেশনের কথা ভাবেননি। হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়। একটা গণমাধ্যম থেকে আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠতে গেলে কী কী করতে হয়, তাঁর তা ভালোমতো জানা ছিল। তাঁর সেই স্বপ্নকে মর্যাদা দিয়েই প্রতি বছর মেধাবৃত্তি দেয় উত্তরবঙ্গ সংবাদ। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে ভালো ফলের পরেও আর্থিক অন্তরায় যেসব ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করে, উত্তরবঙ্গ সংবাদ চেষ্টা করে সেইসব মেধাবীর পাশে দাঁড়াতে। একঝাঁক কচিকাঁচার স্বপ্ন ডানা পায় এই বৃত্তির সাহায্যে। সকলের সব স্বপ্ন উড়ান দিক আর তাদের ডানায় এসে পড়ুক সাফল্যের ঝকঝকে রোদ। শুভেচ্ছার সঙ্গী হয়ে থাকবে উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

বিরিয়ানি খাইনি

আমার নাম গৌরব সাহা। বাড়ি কামাখ্যাগুড়িতে। আমার মতো আমার দিদিও মেধাবৃত্তি পেয়েছিল। ওর ইচ্ছা ছিল ডাক্তার হওয়ার। কিন্তু টাকার সমস্যার জন্য পারেনি। আমি চাই ডাক্তার হয়ে দিদির স্বপ্নপূরণ করব। খালি পড়াশুনা নয়, আমি কিন্তু খেতেও খুব ভালোবাসি। ফ্রায়েড রাইস আর মাটন কষা আমার ফেভারিট। সবাই বিরিয়ানির কথা খুব বলে। আমি কিন্তু সেটা খাইনি কখনও। আমার বাবা কাপড় বিক্রি করে সংসার চালান। সবসময় চাইলেই সব কিছু মেলে না।

ফাইটিং স্পিরিট

আমার নাম অনুকূল দাস। পড়াশুনা নিয়ে আমার মোটো খুব সিম্পল। পড়তে ইচ্ছা করলে পড়ো। নাহলে লাভ নেই। সময় নষ্ট। সেসময়টায় আমি বরং একটু ক্রিকেট খেলে নিলাম। বাড়িতে আছে বাবা, মা আর বোন। টিভিতে ক্যারাটে কিড দেখে খুব ভালো লেগেছিল। আর ভালো লাগে অক্ষয়কুমারের ফাইটিং সিনেমা। আমি বাড়িতে বোনের সঙ্গে মারামারি করি। ক্রিকেটে আমার পছন্দের দল সাউথ আফ্রিকা। কারণ ওদের মধ্যেও এই মনোভাবটা আছে। ওরাও হেরে যায়, কিন্তু দমে যায় না। আমি সেরকমই হতে চাই।

বোনকে ছেড়ে থাকার ভয়

আমার নাম স্বর্ণালী বসাক। শিলিগুড়িতে বাবা, মা আর বোনকে নিয়ে থাকি। বোনকে পড়াই, পড়া না পারলে বকাও দিই। কখনও কখনও ক্ষ্যাপাই, বলি আমি আগে জন্মেছি বলে বাবা–মা আমাকেই বেশি ভালোবাসে। কিন্তু বড়ো হয়ে যদি বাইরে পড়তে যেতে হয় তাহলে বোনকে ছেড়ে থাকতে হবে। সেই কথা ভেবে এখন থেকেই আমার মন খারাপ হয়ে যায়। কি আর করা যাবে, আমি ভূগোল নিয়ে পড়ে অধ্যাপিকা হতে চাই। আমি বলব, আমার বাবা–মায়ের জীবনে কোনো দুঃখ যেন আর না থাকে। আর আমি যেন আমার আঁকার শখটা চালিয়ে যেতে পারি।

মিসাইল বানাব

আমার নাম অমিত বর্মন। দিনহাটার দক্ষিণ বড় শাকদলে বাড়ি। ফিজিক্স নিয়ে পড়তে চাই ভবিষ্যতে। কারণ আমার লক্ষ্য ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন মানে ডিআরডিও–তে গবেষণা করা। তবে মহাকাশের গ্রহ–নক্ষত্রের চেয়ে কৃত্রিম উপগ্রহতেই আমার বেশি আগ্রহ। বাবা–মাকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না। যদি পড়াশোনা বা গবেষণা জন্য কখনও বিদেশে যাই, তাহলে বাবা–মাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব। পড়াশোনার বাইরে টিভি দেখি।

অঙ্কে মন

আমি চাই অঙ্কের শেষ লাইনটা অবধি জানতে। সেজন্য বড়ো হয়ে আমি অঙ্কের গবেষক হব বলে ঠিক করেছি। আমার নাম দেবজিৎ রায়। মা আর দিদার সঙ্গে থাকি। এবছর আমাদের স্কুল থেকে ১২ জন অঙ্কে ফুল মার্কস পেয়েছে। আমি একা নই, আমার বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই অঙ্ক নিয়ে খুব প্যাশনেট। আমরা তো অফ পিরিয়ডেও অঙ্ক কষতাম। ধোনির খেলা দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। আমি চাই ধোনি বিশ্বকাপে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হোক। গোটা টুর্নামেন্টে ৬–৭টা সেঞ্চুরি করুক। আর হ্যাঁ, ভূতের রাজা যদি আমায় বর দিতে চায়, তবে আমি চাইব আমার সব ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয়।

মহাকাশের শখ মেটেনি

আমার নাম বিম্পি সাহা। বাবা, মা , চার জেঠু, জেঠিমাদের নিয়ে বাড়িতে অনেক লোক। আমি তো পড়তে বসলেই বোন এসে আমাকে খোঁচায়। বলে, এতো পড়লে মাথাব্যথা করবে। যখন আমি বোনের বয়সি ছিলাম, মা আমাকে খাওয়াতে খাওয়াতে আকাশ দেখাত। সেই থেকেই আমার আকাশ দেখার নেশা। নেশাটা এখনও রয়ে গিয়েছে। আমার সায়েন্স ফিকশন পড়তে ভালো লাগে। বড়ো হয়ে আমি মহাকাশবিজ্ঞানী হতে চাই। কিন্তু হাতের কাছে মহাকাশ নিয়ে বই তেমন পাই না। বড়ো হলে আমি অনেক অনেক মহাকাশের বই কিনব। আর মাকে একটা ঘুড়ুর কিনে দেব।

গ্রিলসের মতো হব

আমার নাম সৌরভ আচার্য। শিলিগুড়ির দক্ষিণ শান্তিনগরে বাড়ি। ভূগোল নিয়ে পড়তে চাই আমি। ইচ্ছে আছে অধ্যাপক হওয়ার। ভূগোলের মধ্যে প্রাকৃতিক অংশটা আমার খুব প্রিয়। টিভি দেখতে ভালো লাগে। সবচেয়ে ভালো লাগে ডিসকভারি চ্যানেল। ম্যান ভার্সেস ওয়াইল্ডের বেয়ার গ্রিলসের মতো কাজ করার স্বপ্ন আমার। নানারকম জীবজন্তু খুব টানে আমাকে। তবে আমি চাই পাখি নিয়েই কাজ করতে। আমাদের উত্তরবঙ্গের গ্রামগঞ্জে, জঙ্গলে কত রকমের পাখি আছে, সেগুলি সব ঘুরে ঘুরে দেখতে চাই।

গাছ ভালোবাসি

আমার নাম তাপস ভৌমিক। সহজের প্রতি আমার একটা আকর্ষণ আছে। গাছ লাগানো আমার একটা শখ। ফুলের গাছ লাগাই। সাদা রংয়ের ফুল আমার বেশি পছন্দের। আমি বড়ো হয়ে কৃষিবিজ্ঞানী হতে চাই। চাই নিজের পায়ে দাঁড়াতে আর অন্যকে সাহায্য করতে চাই। আর চাই আমি যখন যে কাজটা করি, তাতেই যেন পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারি। আর যেন পরিশ্রমটা করতে পারি ঠিকঠাক।

এখান থেকেও ভালো রেজাল্ট হয়

আমার নাম ইন্দ্রজিৎ রায়। হলদিবাড়ির পয়ামারি গ্রামে থাকি। বাড়িতে বাবা, মা, দুই দিদি, আর ঠাকুরদা আছেন। আমার এক দাদা ছিল। দুই বছর আগে ট্রাক দুর্ঘটনায় দাদা মারা যায়। ঠিক সময়ে চিকিৎসা শুরু করলে হয়তো ও বেঁচে যেত। তখন থেকেই আমার লক্ষ্য ডাক্তার হওয়া। ডাক্তার হয়ে আমি এখানেই থাকব। হলদিবাড়ি ছাড়ব না। এখানে চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নত নয়। আমি বিশ্বাস করি, ভালো করে পড়াশোনা করলে এখান থেকেও ভালো রেজাল্ট করা সম্ভব।

উত্তরবঙ্গের ছেলে, এখানেই পড়ব

আমার নাম মনোজিৎ দাস। কামাখ্যাগুড়ির উত্তর পারোকাটা গ্রামে আমার বাড়ি। বাড়িতে বাবা, মা, বোনের সঙ্গে থাকি। বোন ক্লাস নাইনে পড়ে। আমি বড়ো হয়ে ডাক্তার হতে চাই। উত্তরবঙ্গের ছেলে আমি। এখানেই পড়ব। যদি বাইরে যেতে হয়, তাহলে মা–বাবার অনুমতি নেব সবার আগে। তবে আমি যে খালি পড়াশোনাই করি তা নয়। ফুটবলে স্ট্রাইকারে খেলি। নেইমার আমার প্রিয় ফুটবলার। বোনের সঙ্গে সবকিছু নিয়ে মারপিট হয়। আমি ডাক্তার হলে আমার রোজগারের একটা অংশ গরিবদের চিকিৎসার জন্য দেব। গরিব ঘরের ছেলে বলে গরিবের কষ্টটা বুঝি।

কী চাই, কী চাই না

আমার নাম অভিজিৎ হাজরা। বাড়ি শিলিগুড়িতে। বাড়িতে বাবা, মা আর বোন রয়েছে। আমি কী চাই আর কী চাই না, সে বিষয়ে আমার ধারণাটা খুব পরিষ্কার। যেমন, আমি চাই আইআইটি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করতে। যেমন, আমি চাই শিলিগুড়ি শহরে যাতে কোনো রাস্তা খারাপ না থাকে। কোনো রাস্তায় যাতে নোংরা না থাকে। আর সরকারি যেসব স্কলারশিপ দেওয়া হয়, সেসব যাতে ঠিকঠাক দুস্থ মেধাবীদের হাতেই পৌঁছায়। আর–একটা কথা, একবার আমি দেখেছিলাম রাস্তার ধারে কেউ একজন একটা ফুটফুটে বাচ্চাকে ফেলে রেখে গিয়েছে। তাকে ঘিরে অনেক লোক ভিড় জমিয়েছিল। আমিও ভিড় দেখেই উঁকি দিয়েছিলাম। কী খারাপ যে লেগেছিল। আমি চাই, এরকম ঘটনা যাতে আর কোথাও না ঘটে।

পরামর্শে ঘাবড়ে যাচ্ছি

আমার নাম আফরোজা বানু। রেজাল্ট বেরোনোর আগে অবধিও আমার জীবনটা ছিল একরকম। আর এখন হয়ে গিয়েছে আর–একরকম। এখন সবাই এসে আমার কেরিয়ার নিয়ে এত রকম পরামর্শ দিচ্ছে যে আমার মাথাটাই যাচ্ছে গুলিয়ে। মায়ের হাতে রান্না করা চিকেন কষা আর ইলিশ মাছ আমার ফেভারিট। কিন্তু রেজাল্ট বেরোনোর আগে থেকে আমি টেনশনে খাওয়াদাওয়াই ছেড়ে দিয়েছিলাম। রাস্তায় যদি কোনোদিন দেখি টাকা ভরতি একটা ব্যাগ পড়ে¬ আছে, আমি সবার আগে খবর দেব পুলিশে। তবে দেওয়ার আগে মনে মনে একবার ভাবব, ওই টাকায় কতগুলো ফুচকা খাওয়া যেত।

নতুন কিছু করার ইচ্ছে

আমার নাম দীপ বসাক। ধূপগুড়ি পৌর অফিসপাড়ায় বাড়ি। বাড়িতে বাবা, মা, ভাই, কাকা, কাকিমা আর ঠাকুমার সঙ্গে থাকি। আমি সারাদিনে আট ঘণ্টা পড়তাম। পড়াশোনার বাইরে টিভি দেখা আর ক্রিকেট খেলা তো ছিলই। আর বাকি সময়ে ভাইয়ের সঙ্গে দুষ্টুমি। ভাই ক্লাস নাইনে পড়ে। আমার বন্ধুরা সবাই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। কিন্তু আমি সেসব চাই না। চোটোবেলা থেকেই বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার ইচ্ছে। ফিজিক্সে পিএইচডি করতে চাই। যদিও কী নিয়ে গবেষণা করব তা এখনও ভাবিনি। শুধু নতুন কিছু একটা করার ইচ্ছে আছে। ফিজিক্স আমার সবচেয়ে প্রিয় বিষয়।

আমার একটা গোলাপি স্কুটি হোক

আমার নাম ফরিজিনা পারভিন। ফালাকাটার পশ্চিম দেওগাঁওতে বাড়ি। বাড়িতে বাবা, মা, আর বড়দার সঙ্গে থাকি। ছোটোদাদা কলকাতায় কলেজে পড়ে। বড়োদাদা ফালাকাটা কলেজে পড়ছে। এবার আমিও ফালাকাটা কলেজে ভরতি হলাম সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে। বাবা অনেকদিন অসুস্থ হয়ে বিছানায়। ছোটো থেকে বরাবর ফার্স্ট হয়ে এসেছি। ভালো রেজাল্টের জন্য অনেক গল্পের বই প্রাইজ পেয়েছি। পড়ার ফাঁকে সেগুলো পড়ি। এছাড়াও স্কুলে ও অন্যান্য জায়গায় অনেকবার কুইজ প্রতিযোগিতায় প্রাইজ পেয়েছি। বঙ্গমেধায় আমাদের দেওগাঁও হাইস্কুল থেকে প্রথম হয়েছিলাম। গাছ লাগাতে খুব ভালোবাসি আমি। এমনকি উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সময়ে মায়ের বকা খেয়েও গাছ লাগিয়েছি। যদি আমাকে তিনটে বর দেওয়া হয় তাহলে চাইব, আমাদের তিন ভাইবোনের চাকরি হয়ে যাক। সংস্কৃতের ম্যাডামের মতো আমার একটা গোলাপি স্কুটি হোক। আর বাবার অসুখ সেরে যাক।

আমি চাই চ্যালেঞ্জ

আমার নাম বিনয় রায়। বাবা হকার। বাড়ি জলপাইগুড়িতে। আমি বড়ো হয়ে ভূগোল নিয়ে পড়াশোনা করে ভূগোলের অধ্যাপক হতে চাই। ভূগোল বিষয়টাকে ভালোবাসি, কারণ আমার মনে হয় এই বিষয়টা অনেকটা মাটির কাছাকাছি। আর শিক্ষক নয়, আমি অধ্যাপক হতে চাই। কারণ, আমার মনে হয় অধ্যাপনা করাটা অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং। ছাত্রছাত্রীরা আমার কাছে কঠিন কঠিন বিষয় বুঝতে আসবে, তাদের সেসব বিষয় বোঝানোর জন্য আমাকে নিজেকেও তো পড়াশোনা করতে হবে নিয়মিত। আমি সেই চ্যালেঞ্জটাই নিতে চাই।

কোনোদিন যদি ভূতের রাজার সঙ্গে মোলাকাত হয়ে যায় তবে গুপি–বাঘার মতো আমিও তিনটে বর চেয়ে নেব। আমি চাইব, যাতে সবাই পেট ভরে খেতে পারে। যাতে আমি সমাজের কোনো উপকার করতে পারি, আর আমার উচ্চশিক্ষায় যেন কোনো বাধা না আসে।

সারাদিন গান শুনব

আমার নাম স্মৃতি দে। কোচবিহারের ঝিনাইডাঙা কলেরপাড়ে বাড়ি। বাবা, মা, ভাই, জেঠু, জেঠিমার সঙ্গে থাকি। উচ্চমাধ্যমিকে সুনীতি অ্যাকাডেমি স্কুলে পড়তাম। ইংরেজি অনার্স নিয়ে এবিএন শীল কলেজে ভরতি হয়েছি। আমি নিজের স্কুলেই পড়াতে চাই। আমাকে যদি যা খুশি তাই করতে দেওয়া হয়, তাহলে সারাদিন গান শুনব। অরিজিৎ সিংয়ের গান আমার দারুণ লাগে। ভালো লাগে ফুচকা খেতে। আর সবচেয়ে প্রিয় মায়ের হাতে বানানো পায়েস।

একরকম হোক গ্রাম–শহর

আমার নাম রোমানা বেগম। আমি বড়ো হয়ে আইপিএস অফিসার হতে চাই। আমি মনে করি, আমাদের দেশে গ্রামের জীবনযাত্রা আর শহরের মানুষের জীবনযাত্রা একরকম নয়। বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে তো এই তফাতটা আরও বেশি করে স্পষ্ট। আমি চাই, এই দুই পৃথক ব্যবস্থার মধ্যে একটা সাম্য নিয়ে আসতে। বড়ো হয়ে বড়ো আইপিএস অফিসার হব তখন কড়া আর রাগি হয়ে যাব ঠিক। বড়ো অফিসার হয়ে আমি যখন অনেক মাইনে পাব তখন অনেক অনেক ফুচকা কিনে খাব। এটাই আমার অ্যাম্বিশন।

দাবা আর ফিজিক্স, ব্যাস

আমার নাম শুভ্রাংশু কুণ্ডু। শিলিগুড়ির দেশবন্ধু পাড়ায় বাড়ি। বাড়িতে বাবা–মায়ের সঙ্গে থাকি। জয়েন্ট এনট্রান্সে এবার ১০ হাজার র‍্যাংক করেছি। ইলেকট্রনিকস আর টেলিকমিউনিকেশন নিয়ে পড়তে চাই। গেটে ভালো রেজাল্ট করে পিএইচডি করার ইচ্ছে। ফিজিক্স খুব প্রিয়। তবে পড়াশোনা ছাড়াও আমার আরেকটা পরিচয় আছে। দার্জিলিং জেলা আন্তঃস্কুল দাবা প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। ফিজিক্স বাদ দিলে দাবা আমার ধ্যান–জ্ঞান। গবেষক, ইঞ্জিনিয়ার আর দাবাড়ুর মধ্যে বেছে নিতে হলে আমি গবেষক আর পেশাদার দাবাড়ুই হতে চাইব।

কৃষি বিজ্ঞানী হতে চাই

আমার নাম রিতন মোদক। দিনহাটা স্টেশন পাড়ায় বাড়ি। বাড়িতে বাবা–মায়ের সঙ্গে থাকি। দিনহাটা শনিদেবী হাইস্কুল থেকে বিজ্ঞান নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাস করেছি। আমার কোনো প্রাইভেট টিউটর ছিল না। রোজ স্কুলে যেতাম। স্কুলের মাস্টারমশাইরা যেভাবে পড়াতেন তাতেই হয়ে যেত। যদি কিছু বুঝতে সমস্যা হত, তাহলে স্যারেদের বাড়ি চলে যেতাম। পড়ার ফাঁকে সময় করে বাবার সঙ্গে মাঝে মাঝে কাজেও যেতাম। পুণ্ডিবাড়ি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতি হয়েছি। আমার লক্ষ্য কৃষি বিজ্ঞানী হওয়া। জৈব প্রযুক্তি আমার প্রিয় বিষয়। কৃষি বিজ্ঞানী হয়ে কৃষি উৎপাদন বাড়াতে গবেষণা করতে চাই। কীটনাশকের ব্যবহার কীভাবে কমানো যায় সেটা নিয়ে কাজ করার ইচ্ছে।

ভালো লাগে রহস্যের জাল বুনতে

আমার নাম শ্রেয়সী মিত্র। ধূপগুড়ির গোবিন্দপল্লিতে বাড়ি। মামার বাড়িতে মা, মামা, মামি, মামাতো ভাই ও দিদার সঙ্গে থাকি। ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে সুকান্ত কলেজে ভরতি হয়েছি। তবে ছোটোবেলা থেকে আমার ক্রিমিন্যাল ল'ইয়ার হওয়ার স্বপ্ন। মালদা ল' কলেজে পড়ার ইচ্ছে। ঝুঁকি নিতে ভালোবাসি। যুক্তি তৈরি করে খুব ভালোভাবে নিজের বক্তব্য পেশ করতে পারি। রহস্য নিয়ে ভাবতে ভালোবাসি। আমার ট্যালেন্ট দিয়েই নিজের কাজের মাধ্যমে জীবনে বিখ্যাত হতে চাই।

এবছর যারা মেধাবৃত্তি পেল

মাধ্যমিক

দার্জিলিং ঃ শোভন সরকার, নিউ কলোনি, রোড নং–০৩, (শিলিগুড়ি জংশন) ● সামিয়া সরকার, সাতভাইয়া রেলগেট, পো ঃ নকশালবাড়ি, দার্জিলিং ● স্নেহার্ঘ সাহা, শক্তিগড়, রোড নং–১, শিলিগুড়ি বাজার।

জলপাইগুড়ি ঃ স্বর্ণালী বসাক, দক্ষিণ একতিয়াশাল, ওয়ার্ড নং–৪০, জলপাইগুড়ি ● সুজয় বর্মন, ফকদইবাড়ি,ভক্তিনগর, জলপাইগুড়ি ● সৌরভ আচার্য্য, দক্ষিণ শান্তিনগর, আনন্দপল্লি, পোঃ ২ নং ডাবগ্রাম, জলপাইগুড়ি ● অনুকূল দাস, বাড়িভাসা,সাহুডাঙ্গি হাট, জলপাইগুড়ি ● দেবজিৎ রায়, অশোকনগর, পান্ডাপাড়া, জলপাইগুড়ি ● সমীর পাল, পূর্ব সেনপাড়া, ঘোগোমালি, জলপাইগুড়ি ● অমল রায়, নতুনবস্তি, পোঃ মানিকগঞ্জ, জলপাইগুড়ি ● মধুরিমা রায়, পোড়াপাড়া, পোঃ পান্ডাপাড়া কালীবাড়ি, জলপাইগুড়ি ● দীপ বসাক, ধূপগুড়ি পৌর অফিসপাড়া, ওয়ার্ড নং–১০, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি ● ডোনা রায়, গ্রাঃ + পোঃ মানিকগঞ্জ, জলপাইগুড়ি ● অত্রিতা ভট্টাচার্য, শহিদগড়পাড়া (ফার্ম) ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি।

আলিপুরদুয়ার ঃ প্রত্যয়ন সরকার, লস্করপাড়া, থানা–কুমারগ্রাম, আলিপুরদুয়ার ● মৃগাঙ্ক সরকার, লস্করপাড়া (কে জি রোড), থানা–কুমারগ্রামদুয়ার, আলিপুরদুয়ার ● প্রাপ্তি অধিকারী, মধ্য পারোকাটা, থানা–শামুকতলা, আলিপুরদুয়ার ● রাহুল বাছার, সূর্যনগর, ওয়ার্ড নং–৯, আলিপুরদুয়ার ● গৌরব সাহা, কামাখ্যাগুড়ি, রবীন্দ্রনগর, আলিপুরদুয়ার ● শুভজিৎ কর্মকার, লস্করপাড়া, পোঃ বারবিশা, থানা–কুমারগ্রাম, আলিপুরদুয়ার ● মনোজিৎ দাস, উত্তর পারোকাটা, থানা– শামুকতলা, আলিপুরদুয়ার ● তন্ময় দাস, উত্তর চিকলিগুড়ি, থানা–শামুকতলা, আলিপুরদুয়ার ● রিয়া রায়, পশ্চিম খয়েরবাড়ি, থানা– মাদারিহাট, আলিপুরদুয়ার।

কোচবিহার ঃ তন্ময় সাহা, পচাগড়, ওয়ার্ড নং–৯, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার ● বিরাজ সাহা, মহিষবাথান, কোচবিহার ● সঞ্জয় সাহা, ঋষি অরবিন্দ রোড, ওয়ার্ড নং–৩, কোচবিহার ● মৌমিতা সরকার, হলদিমোহন, পোঃ চিলকিরহাট, কোচবিহার ● ঋদ্দেশ সাহা, অন্দরান ফুলবাড়ি, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার ● অমিত বর্মন, দক্ষিণ বড়শাকদল, থানা– দিনহাটা, কোচবিহার ● ফারহান ফুয়াদ, পুঁটিমারি, পোঃ বড়নাচিনা, কোচবিহার ● ইন্দ্রজিৎ রায়, পয়ামারি, পোঃ বড় হলদিবাড়ি, কোচবিহার ● ভাগ্যশ্রী সরকার, আশ্রম রোড, কোচবিহার ● ভাস্কর সাহা, বলরামপুর, কোচবিহার ● অনুরিমা ঘোষ, ঘুঘুমারি, কোচবিহার ● সন্দীপন সাহা, ওয়ার্ড নং–৭, থানা মোড়, কোচবিহার ● সোমাশ্রী দত্ত, দেওয়ানবস, মাঘপালা, কোচবিহার ● পাপিয়া রায়, মঃ কাঃ কুঠি, পুণ্ডিবাড়ি নতুনপাড়া, কোচবিহার ● রিম্পি সাহা, ভাংমি, পার্ট ওয়ান, দিনহাটা, কোচবিহার।

উত্তর দিনাজপুর ঃ রিতিকা ঘটক, মহারাজ কলোনি, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর ● লাঞ্জিনা পারভিন, শিবপুর, থানা– কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ রবি সরকার, আত্রেয়ী কলোনি, ওয়ার্ড নং–২২, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর ● তনয় হাজরা, বুনিয়াদপুর, ওয়ার্ড নং–৮, দক্ষিণ দিনাজপুর ● শুভদীপ মণ্ডল, সুভাষ কর্নার, মঙ্গলপুর, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর ● আকাশ সরকার, হাজিপুর, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর ● নিবেদিতা শীল, পশ্চিম আঁপ্তেড়, থানা–হিলি, দক্ষিণ দিনাজপুর ● শুভজিৎ বসাক, কংগ্রেসপাড়া, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর ● রিয়া দাস, মূলগ্রাম, পোঃ দিওড়, দক্ষিণ দিনাজপুর ● অমিত ওরাওঁ, মদনাহার, পোঃ তেলিঘাটা, দক্ষিণ দিনাজপুর ● সুজিত কুণ্ডু, স্ট্যালিন কলোনি, গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর।

মালদা ঃ অরিন্দম বর্মন, মুদিপুকুর, পোঃ মহেশপুর, মালদা ● সপ্তর্ষি দাস, পোঃ কুশিদা, থানা– হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদা ● সৌম্যদীপ বসাক, তারাপুর, পুরাতন মালদা, মালদা।

উচ্চমাধ্যমিক

দার্জিলিং ঃ অভিজিৎ হাজরা, পঞ্চানন তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি ● পার্থদেব রায়, তেলিপাড়া, আশিঘর, শিলিগুড়ি ● নিলয় শীল, পূর্ব চয়নপাড়া, আশিঘর মোড়, শিলিগুড়ি ● শুভ্রাংশু কুণ্ডু, প্রীতিলতা সরণি, সাউথ দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি ● কৃষ্ণ ঘোষ, পালপাড়া, জ্যোতিনগর, শিলিগুড়ি।

কোচবিহার ঃ অনুকূল বর্মন, দক্ষিণ বড়শাকদল, দিনহাটা, কোচবিহার ● নন্দিতা বর্মন, সাটিমারি, জটামারি, শীতলকুচি, কোচবিহার ● স্মৃতি দে, ঝিনাইডাঙ্গা, কোতোয়ালি, কোচবিহার ● গৌতম বর্মন, চেঙ্গেরকুটি খলিসামারি, শীতলকুচি, কোচবিহার ● সান্ত্বনা রায়, খাপাইডাঙ্গা, নয়ারহাট, কোচবিহার ● প্রিয়া সরকার, কালজানি, কোচবিহার ● তন্ময় রায়, ফলিমারি, আক্রারহাট বন্দর, কোচবিহার ● তাপস ভৌমিক, ঘেগিরঘাট, কোতোয়ালি, কোচবিহার ● রোশনা বানু, চরকেরকুঠি, টাপুরহাট, কোচবিহার ● রিয়া দত্ত, নগর সিতাই, সিতাই, কোচবিহার ● বিক্রম কুমার সরকার, পূর্ব গোপালপুর, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার ● মেহেরুন্নিসা খাতুন, গোকুণ্ডা, বালাকান্দি, দিনহাটা, কোচবিহার ● রুমানা বেগম, রাঙামাটি, রামঠেঙ্গা, ঘোকসাডাঙ্গা, কোচবিহার ● রিতন মোদক, স্টেশনপাড়া, ওয়ার্ড নং ১২, দিনহাটা, কোচবিহার ● সঞ্জীব বর্মন, ছাট সিঙ্গিমারি, পাতলাখাওয়া, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার ● কল্পনা রায়, অন্দরান বাজেজমা, হলদিবাড়ি, কোচবিহার ● পপি তালুকদার, পখিহাগা, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার ● তনুশ্রী রায়, এলাজানেরকুঠি, কোতোয়ালি, কোচবিহার ● ফিরদৌসি খাতুন, হেমকুমারী, হলদিবাড়ি, কোচবিহার ● মনোজ বণিক, ছোটো শিমুলগুড়ি, ঘোকসাডাঙ্গা, কোচবিহার।

আলিপুরদুয়ার ঃ কমলিকা বর্মন, গুয়াবরনগর, ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার ● অন্তরা দাশ, হেদায়েতনগর, জটেশ্বর, ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার ● ফরিজিনা পারভিন, পশ্চিম দেওগাঁও, ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার ● রিনি দেবনাথ, উত্তর কামাখ্যাগুড়ি (চড়কতলা), কামাখ্যাগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ● স্মৃতি সরকার, পাকুড়িতলা, তপসীখাতা, আলিপুরদুয়ার ● সুপ্রিয়া রায়, উত্তর দেওগাঁও, দেওগাঁও, ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার।

জলপাইগুড়ি ঃ আফরোজা বানু, সুখানি বড়োবাড়ি, রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি ● ঋক বণিক, ক্রান্তিহাট, মালবাজার, জলপাইগুড়ি ● বিশ্বজিৎ রায়, পূর্ব চয়নপাড়া, আশিঘর, জলপাইগুড়ি ● উমাশ্রী সরকার, সাহাপাড়া, ঘুঘুডাঙ্গা, জলপাইগুড়ি ● ঋত্বিক সরকার, ৮৭, গৌরাঙ্গপল্লি, বুদ্ধ মন্দির রোড, হায়দরপাড়া, জলপাইগুড়ি। ৬. শ্রেয়সী মৈত্র, গোবিন্দপল্লি, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি ● সুস্মিতা দে, বিবেকানন্দনগর, শালুগাড়া, জলপাইগুড়ি ● দেবাঞ্জন দেসরকার, ডাঙ্গাপাড়া, পান্ডাপাড়া, জলপাইগুড়ি ● সঞ্জনা গুপ্ত, আমাইদিঘি, ফুলবাড়িহাট, জলপাইগুড়ি ● বিনয় রায়, দলটানা, পাঙ্গা সাহেববাড়ি, জলপাইগুড়ি।

উত্তর দিনাজপুর ঃ সুজন চক্রবর্তী, ভূষামণি, ডালখোলা, উত্তর দিনাজপুর ● ঋত্বিক দাস, পুরাতন কলেজ রোড, কলেজপাড়া, ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর ● পিয়ালি সরকার, রুদেল, রসাখোয়া, করণদিঘি, উত্তর দিনাজপুর।

দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ বিউটি বিশ্বাস, সুকদেবপুর, গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ● সুস্মিতা কুণ্ডু, চক রাম রায়, কুমারগঞ্জ, দক্ষিণ দিনাজপুর ● শ্রেয়সী ভট্টাচার্য, সুভাষ কলোনি, দক্ষিণ খাদিমপুর, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর ● সুইটি সরকার, দেবীপুর, খাসপুর, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর।

মালদা ঃ সঞ্জীব প্রামাণিক, কাজলদিঘি, কান্তারণ, চাঁচল, মালদা ● সৌরভ চৌধুরি, চাঁদপুর, মিরজাতপুর, পুখুরিয়া, মালদা।